সংবাদ

তারিখ ... 30 SEP 2005

উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অপচয়

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ ছাত্রছাত্রী পাস করার পরও সারাদেশে স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৪০ হাজার আসন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খালি থাকবে। অথচ প্রতি বছরের মতো এবারও এইচএসসি পাস করার পর বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রতিবেশী ভারতসহ বিদেশে-১৫ থেকে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পাড়ি জমাবে। প্রতি বছর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে দেশের কলেজগুলোয় ডিগ্রি পর্যায়ের হাজার হাজার আসন খালি পড়ে থাকে। গত বছর কলেজগুলোয় প্রায় ৬৫ হাজার আসন খালি ছিল। এবার সংখ্যাটা কমলেও ৪০ হাজারের কম হবে না।

অন্যদিকে দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ১ হাজার ৫০০। ঢাকার বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এবার ভর্তি প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে। এইচএসসি পরীক্ষায় ভাল করা অনেক ছাত্রছাত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না। এবারও যদি 'সরকারি ডিগ্রি' কলেজগুলো ন্যূনতমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে না পারে তবে এগুলোর মধ্যে অনেক কলেজকে টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগ করে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রী আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

দেশে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির বদলে অনেক ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। সরকারিকরণ ও এমপিওভুক্ত করার ব্যাপারটাও তাই। এতে অনেক ভুয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এসব কলেজ টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা ঠিক, এসব ডিগ্রি কলেজে 'ক্যাচমেন্ট' এরিয়ার দরিদ্র শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে; কিন্তু পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্রছাত্রী না পাওয়া সত্ত্বেও অনেক সরকারি ও বেসরকারি কলেজকে জোর করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এদের অধিকাংশেই শিক্ষক ও শিক্ষাদানের উপকরণের অভাব রয়েছে। ফলে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে, পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। নিম্নমানের কলেজগুলোয় কোন ছাত্রছাত্রী যেতে চায় না। এমনকি ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ছাত্রছাত্রীরাও 'ভাল' কলেজে পড়াশোনা করতে যায়।

দেশে রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করার পরও ৪০ হাজার আসন খালি থাকার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় দেশে এত 'ডিগ্রি কলেজ' স্থাপনের কোন যুক্তি ছিল না। কয়েকটির সহায়-সম্পদ ও শিক্ষক-কর্মচারী একীভূত করে উচ্চমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দিকে নজর দিলে অর্থ ও মানবসম্পদের অপচয় যেমন কমবে, তেমনি উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করার দিকে অগ্রগতি হবে এবং শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঠেকানো সম্ভব হবে।

আমাদের এই হতদরিদ্র দেশে শিক্ষা খাতে অর্থের অপচয় চলতে দেয়া উচিত হবে না। রাজনীতি ও দুর্নীতি থেকে উচ্চশিক্ষাকে মুক্ত করতে না পারলে সর্বস্তরে শিক্ষার মান নিচের দিকে যেতে থাকবে। দেশে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য দাতাগোষ্ঠী ঋণ-অনুদান বর্ধিত হারে দিতে রাজি আছে; কিন্তু আমূল সংস্কার না করলে ঋণ-অনুদান পাওয়া সহজ হবে না। উচ্চশিক্ষাকে রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে রাখার অঙ্গীকার জোট সরকার দিয়ে চলেছে; কিন্তু এখনও তাদের ক্রিয়াকর্মে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমরা আশা করব, ৪০ হাজার আসন শূন্য থাকাটা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।